গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
stft.gov.bd

নং: ৩৯.০৯.০০০০.০০০.০০০.১৮.০০০২.২৫-৬৫৭/১

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩২
১২ নভেম্বর ২০২৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২৫ (পুনঃসংশোধিত)

একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ৪ মে ২০১৬ এ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতা সম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রি ও ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা এ ট্রাস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. এই নীতিমালা 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২৫ (পুনঃসংশোধিত)' নামে অভিহিত হবে।

২. উদ্দেশ্যাবলী:

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো ও উৎকর্ষতা সাধন;

(২) দেশে ও বিদেশে উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি অধ্যয়ন ও গবেষণার উন্নয়ন;

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠন/উন্নয়ন

৩. ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

(১) ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী শিক্ষা সেশনের জন্য নতুন ফেলো বাছাই সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

(২) গবেষক/ফেলো বাছাইয়ের জন্য ট্রাস্ট সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবেদন আহবান ও বাছাই করবে। এ বাছাই কার্যক্রম একটি এওয়ার্ড কমিটি দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।

(৩) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থা তত্ত্বাবধান করবে। তবে প্রশাসনিক, আর্থিক ও শিক্ষা-গবেষণাগত উন্নয়ন,

সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট দেশে-বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, পরিদর্শন ও দেশের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সুযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

(৪) ট্রাস্ট কর্তৃক গঠিত একটি পরিবীক্ষণ দল দেশে-বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে।

৪. ফেলোশিপের আওতা (প্রকৃতি, মেয়াদ, সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ):

(১) দেশে ও দেশের বাহিরে (ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া)'র খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় /ইন্সটিটিউটে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

(২) ফেলোশিপের প্রকৃতি ও মেয়াদ:

স্থান	প্রকৃতি/ক্যাটাগরি	মেয়াদ
দেশে	পিএইচডি	সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর
দেশের বাহিরে (ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া)	এমএস/এমফিল/সমমান	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর
	পিএইচডি	সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর

(৩) ফেলোশিপের মেয়াদ এবং কোর্স শুরু ও শেষের তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইস্যুকৃত চূড়ান্ত অফার লেটার অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(৪) দেশের বাহিরে প্রদত্ত ফেলোশিপের সংখ্যা মোট প্রদত্ত ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগের বেশি হবে না।

(৫) ফেলোগণ নিম্নে বর্ণিত হারে ভাতা (টাকায়) পাবেন -

ভাতার প্রকার	প্রদানের ধরণ	দেশে	দেশের বাহিরে			
			ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান		এশিয়া (জাপান ব্যতীত)	
		পিএইচডি	পিএইচডি	এমএস/ এমফিল/ সমমান	পিএইচডি	এমএস/ এমফিল/ সমমান
জীবন যাপন ভাতা (Living Allowance)	মাসিক	৪৫,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-
বইপুস্তক/অধ্যয়ন উপকরণ ক্রয় ভাতা (Books/ Education Kits Allowance)	এককালীন	৩০,০০০/-	৬০,০০০/-		৬০,০০০/-	
টিউশন ফি (Tuition Fee)	এককালীন/ সেমিস্টার /প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-চাহিদা ভিত্তিক	বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত/প্রকৃত প্রদেয়				
বিমান ভাড়া (Air Fare)	এককালীন	প্রযোজ্য নয়	কোর্স শুরু ও শেষে একবার যাওয়া ও আসা এবং কোর্সের ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর	একবার যাওয়া ও আসা'র প্রকৃত বিমান ভাড়া	কোর্স শুরু ও শেষে একবার যাওয়া ও আসা এবং কোর্সের ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর পরবর্তী সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে অতিরিক্ত	একবার যাওয়া ও আসা'র প্রকৃত বিমান ভাড়া

			পরবর্তী সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে অতিরিক্ত একবার দেশে আসা ও যাওয়ার প্রকৃত বিমান ভাড়া		একবার দেশে আসা ও যাওয়ার প্রকৃত বিমান ভাড়া	
স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি (Health Insurance & Visa Fees)	এককালীন	প্রযোজ্য নয়	প্রকৃত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	
রাসায়নিক দ্রব্যাদি/ কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মাঠপর্যায়ে নমুনা/ডাটা সংগ্রহ ইত্যাদি বাবদ (Chemical & Equipment Kits and Data collection Fees)	এককালীন	২৫,০০০/-	প্রযোজ্য নয়		প্রযোজ্য নয়	
সুপাভাইজারের সম্মানী (Supervisor's Honorarium)	বাৎসরিক	২৫,০০০/-	প্রযোজ্য নয়		প্রযোজ্য নয়	

(৬) ভাতা গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে -

(ক) চূড়ান্ত অফার লেটারে বর্ণিত কোর্স শুরুর তারিখ ও বিদেশ প্রকৃত গমনের তারিখ যেটি পরে হয় সে তারিখ হতে কোর্সের শেষ তারিখ পর্যন্ত জীবন যাপন ভাতা প্রদেয় হবে।

(খ) কোর্স ওয়ার্ক শেষে কেবলমাত্র থিসিস/ডিজারটেশন জমা দেয়ার জন্য বর্ধিত সময়ের জন্য জীবন যাপন ভাতা প্রদেয় হবে না।

(গ) কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য জীবন যাপন ভাতা বা কোন ভাতা বা ফি প্রদেয় হবে না।

(ঘ) বিদেশে অধ্যয়নরত কোন পিএইচডি ফেলো কোর্স চলাকালীন সময়ে দেশে আসলে দেশে আসার বিষয়টি ফেলো কর্তৃক সুপারভাইজারের সুপারিশসহ লিখিতভাবে ট্রাস্ট অফিসকে অবহিত করতে হবে। গবেষণামূলক কাজের স্বার্থে দেশে ৩ (তিন) মাসের অধিক সময় অবস্থান করলে, দেশে অধ্যয়নরত ফেলোদের ন্যায় সমপরিমাণ জীবন যাপন ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(ঙ) চূড়ান্ত অফার লেটার অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত ইনভয়েসের ভিত্তিতে টিউশন ফি প্রদান করা হবে।

(চ) বই ক্রয়ের অর্থ ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে প্রদান/পুনর্ভরণযোগ্য (Reimbursable) হবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটের টিউশন ফির আওতায় চূড়ান্ত অফার লেটারে বর্ণিত ফি অন্তর্ভুক্ত হবে। চূড়ান্ত অফার লেটারে বর্ণিত নেই এরূপ কোন ফি কোনক্রমেই প্রদেয়/বিবেচিত হবে না।

(জ) ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এবং চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে কোন ফেলো/শিক্ষার্থী/গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি/রেজিস্ট্রেশন ফি/এন্ট্রান্স ফি/কনফার্মেশন ফি ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন তাহলে প্রদানকৃত ফি উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে তার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের/ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে পুনর্ভরণযোগ্য (Reimbursable) হবে।

(ঝ) বিদেশে অধ্যয়নরত কোন ফেলো, জরুরী প্রয়োজনে ট্রাস্টের অনুমতি সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি নিজেই প্রদান করে, তাহলে যথাযথ প্রমাণক (সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনভয়েস ও তার প্রদানকৃত টিউশন ফি'র রিসিট) প্রাপ্তি সাপেক্ষে টিউশন ফি'র সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ফেলোর ব্যাংক হিসাবে পুনর্ভরণযোগ্য (Reimbursable) হবে।

(ঞ) বিদেশে অধ্যয়নরত পিএইচডি ফেলোগণের ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর পরবর্তী সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে অতিরিক্ত একবার দেশে আসা ও যাওয়ার বিমান ভাড়া প্রাপ্যতা/দাবীর ক্ষেত্রে এয়ারলাইন্সের রিটার্ন টিকেটসহ দেশে আসার কমপক্ষে একমাস পুর্বে টিকেট ক্রয় করতে হবে।

(ট) মাসিক স্বাস্থ্য বীমা বিল প্রদানকারী ফেলোগণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর স্বাস্থ্য বীমার বিল দাখিল করতে হবে।

(ঠ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি/কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মাঠপর্যায়ে নমুনা/ডাটা সংগ্রহ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় ফেলোর যৌক্তিক আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের যাচাই ও অনুমোদন সাপেক্ষে পুনর্ভরণযোগ্য (Reimbursable) হবে।

(ড) দেশে পিএইচডি গবেষক/ফেলো, যে সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করবেন উক্ত সুপারভাইজারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদেয় হবে।

(ঢ) সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফেলোশিপের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি অর্থ বছরে যৌক্তিকভাবে ফেলোশিপের হার পুনঃনির্ধারণ করবে।

৫. ফেলোশিপের আওতায় অধ্যয়ন/গবেষণার বিষয়/ক্ষেত্রসমূহ:

(১) পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, জীব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জীব প্রযুক্তি ও অণুজীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্য বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস এন্ড পেট্রোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিকস ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

(২) গবেষণা/অধ্যয়নের বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে সময় সময়ে ট্রাস্ট হালনাগাদ করবে।

৬. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা :

(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে। আবেদনকারী এবং তার স্পাউস, যেকোনো একজন বা উভয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা PR (Permanent Residency) থাকলে অথবা যারা PR বা অন্য দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন তারা ফেলোশিপের আবেদনের ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন।

(২) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ আবেদনকারীর বয়স এমএস/এমফিল/সমমান কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর ও পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪২ (বিয়াল্লিশ) বছর হতে হবে।

(৩) আবেদনকারীকে শিক্ষা জীবনের সকল পর্যায়ে (এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তার শিক্ষাজীবনে স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে এম.এস/এম.ফিল/সমমান এর ক্ষেত্রে ন্যুনতম ৩ (তিন)টি ১ম শ্রেণি ও পিএইচডির ক্ষেত্রে ন্যুনতম ৪ (চার)টি ১ম শ্রেণি অথবা সিজিপিএ পদ্ধতিতে ৪.০০ স্কেলে ন্যুনতম ৩.২৫ এবং ৫.০০ স্কেলে ন্যুনতম ৪.০০ থাকতে হবে।

(৪) ৫ (পাঁচ) বছরের স্নাতক (সম্মান)/অনার্স কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী/গবেষক সরাসরি পিএইচডি কোর্সের জন্য ভর্তির চূড়ান্ত অফার প্রাপ্ত হলে, অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৫) অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেননি, এরূপ আবেদনকারী অনুচ্ছেদ-৫ (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে তথা পূর্ণকালীন (Full Time) অধ্যয়নরত/গবেষণারত/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/সুপারভাইজার কর্তৃক চূড়ান্ত ভর্তির অফারপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৬) বিদেশে এমএস/এমফিল/সমমান ও পিএইচডি'র এর জন্য "The Times Higher Education" এর সর্বশেষ/আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়কালীন "World University Rankings" তালিকার কেবলমাত্র ১-৪০০ র‍্যাংকিংধারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চূড়ান্ত অফার লেটার প্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৭) (i) ফেলোশিপের আবেদনের জন্য, আবেদনকারীকে আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর/valid IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic স্কোর অর্জন করতে হবে।

(ii) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে IELTS (Academic) এর Overall সর্বমোট স্কোর ৬.৫ (TOEFL iBT এর Overall সর্বমোট স্কোর ৮৮, PTE Academic এর Overall সর্বমোট স্কোর ৫৯) এবং দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে IELTS (Academic) এর Overall সর্বমোট স্কোর ৬ (TOEFL iBT এর Overall সর্বমোট স্কোর ৭৫, PTE Academic এর Overall সর্বমোট স্কোর ৫২) এর নিম্নে স্কোর প্রাপ্তগণ আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(iii) IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic পরীক্ষায় অবতীর্ণ কিন্তু স্কোর/ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণ প্রার্থীগণও ফেলোশিপের আবেদন করতে পারবেন। চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বে, এ নীতিমালা অনুসারে নির্ধারিত স্কোর/ফলাফল অর্জনের প্রমাণপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ফেলোশিপের আবেদন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

(iv) দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ফেলো হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic-এ অবতীর্ণ হওয়ার ফি (শুধুমাত্র ফেলোশিপের আবেদন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল সাপেক্ষে)) ট্রাস্ট কর্তৃক পুনর্ভরণযোগ্য হবে।

(৮) আবেদনকারী সরকারি চাকুরিজীবী হলে তাঁর চাকুরি স্থায়ী হতে হবে।

(৯) শিক্ষা জীবনের যে কোন পর্যায়ে মানবিক (Humanities) ও ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies) বিভাগের কোন শিক্ষার্থী/প্রার্থী ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

(১০) যে সকল আবেদনকারী ইতোপূর্বে মাস্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমান সম্পন্ন করেছেন, তারা ২য় বার/ পুনরায় এমএস/ এমফিল/সমমান কোর্সে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

৭. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহবান, জমা প্রদানের পদ্ধতি ও বাছাই:

(১) প্রতি অর্থবছরে দুইবার আবেদন আহবান করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন আহবান করা হবে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তির কপি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রারগণ, ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সদস্য ও তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে ডাক ও ই-মেইলে প্রেরণসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক অনলাইনে/ডিজিটালাইজড ফরমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে।

(৩) আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে -

(ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নম্বরপত্রের অনুলিপি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত);

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত কোর্স শুরু ও শেষের তারিখ, মেয়াদ এবং টিউশন ফি'র তথ্য সম্বলিত চূড়ান্ত অফার লেটার, যা পরবর্তীতে কোনক্রমেই পরিবর্তন/সংশোধনযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, টিউশন ফি'র তথ্য বছর, সেশন ও সেমিস্টার ভিত্তিক থাকতে হবে। যদি কোন কারণে চূড়ান্ত অফার লেটারে তা' না থাকে, কোর্স শুরুর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত হবে;

(গ) সুপারভাইজার/তত্ত্বাবধায়কের (স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল সম্বলিত) প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাব ও গবেষণা পরিকল্পনা'র অনুলিপি। গবেষণা প্রস্তাবে; গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা (context, relevancy), গুরুত্ব (significance), পূর্বের গবেষণা কর্মের সারমর্ম (literature review and cited reference), উদ্দেশ্যের; সুনির্দিষ্টতা, পরিমাপযোগ্যতা, অর্জনযোগ্যতা ও বর্তমান জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক (objectives' specification, miserableness, attainability, relationship with present state of knowledge), গবেষণার পদ্ধতি; গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা, সঠিকতা, সীমাবদ্ধতা (methodology; alignment with research objective, appropriateness, transparent, challenges, specificness and credibleness) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঘ) প্রস্তাবিত অধ্যয়ন/গবেষণা, আবেদনকারীর বর্তমান/সম্ভাব্য (বর্তমানে পেশাজীবী না হলে) পেশার সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত ও তার পেশাগত উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে/কীভাবে তার বর্তমান কর্মস্থলে প্রয়োগ করবে/দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণ;

(ঙ) "অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/ অনুদান গ্রহণ করেন না" এ মর্মে প্রত্যয়ন;

(চ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণের জন্য; যথাযথ কর্তৃপক্ষের অগ্রায়ন পত্র;

(ছ) প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদ ও পাসপোর্ট (যদি থাকে) এর কপি;

(জ) বিজ্ঞপ্তি/ আবেদন ফর্মে বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণে অন্যান্য কাগজ পত্রাদি।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং মৌখিক, উপস্থাপনা ভিত্তিক বা উপযুক্ত পরীক্ষা/মুল্যায়নের মাধ্যমে ফেলো বাছাই করবে। এওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা ছাড়াও এ বাছাই বিশেষতঃ আবেদন পরীক্ষা/মুল্যায়ন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক (নূন্যতম দুই জন) বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি, সম্পৃক্ততা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৫(১) এ বর্ণিত বিষয়সমুহের যথাযথ সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করা হবে, যা সময় সময় হালনাগাদ করা হবে।

(৫) ফেলো বাছাইকালে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে –

(ক) প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়বস্তু জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয়;

(খ) পিএইচডি ফেলোশিপের ক্ষেত্রে মাস্টার্স পর্যায়ে ইংরেজিতে থিসিস লেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দেশি/বিদেশি জার্নালে ইংরেজিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে এরুপ প্রার্থী;

(গ) পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রদানে; যে সকল প্রার্থী/আবেদনকারী দেশের বাহিরে (ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া)'র বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছে।

৮. ফেলোশিপ নবায়ন/ ধারাবাহিকতা:

(১) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে/ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(২) এমএস/এমফিল/সমমান ও ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকগণের পরবর্তী বছরে ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্র বিবেচনায় আনতে হবে -

(ক) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি আদেশ;

(খ) ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকগণের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন;

(গ) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য অগ্রগতি প্রতিবেদন;

(ঘ) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী;

(ঙ) ডক্টরাল ফেলোগণের ক্ষেত্রে; দেশি/বিদেশি 'পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed)' জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ'র প্রকাশনা (যদি থাকে)।

৯. ফেলো নির্বাচন সংক্রান্ত এওয়ার্ড কমিটি:

(১) প্রার্থীদের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থী বাছাই পূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি এওয়ার্ড কমিটি থাকবে -

(ক)	সিনিয়র সচিব/সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
(খ-ঙ)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ৪ (চার)টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ/ অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের মনোনীত ৪ (চার) জন অধ্যাপক	সদস্য
(চ)	অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(ছ)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
(জ)	বাংলাদেশ একাডেমী অব সাইন্স এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঝ)	মহাপরিচালক, ব্যান্সডক	সদস্য
(ঞ)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	সদস্য সচিব

(২) এওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ —

(ক) এওয়ার্ড কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, বাজেট পরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণ, গবেষণা প্রস্তাবসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি মূল্যায়নপূর্বক তুলনামূলক বিবরণী প্রণয়ন এবং ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

(খ) কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণের দেশভিত্তিক সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন ভাতা/ লিভিং এলাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করার সুপারিশ করবে।

(গ) কমিটি বাছাইকৃত ফেলোদের ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা:

(১) ট্রাস্ট সরাসরি ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকদের সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়কের নিকট হতে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকের অধ্যয়ন/গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য প্রতিবেদন সংগ্রহ/গ্রহণ করবে। ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত একটি অন্তর্বর্তী কমিটি অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ ফেলোশিপ মূল্যায়ন করবে। কোনও ফেলো অধ্যয়ন না করলে, সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হলে বা অন্যত্র চলে গেলে কিংবা নীতিমালার অন্য কোনও ব্যত্যয় ঘটালে/করলে কমিটি ফেলোশিপ বাতিল/স্থগিত করার সুপারিশ করতে পারবে। ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ফেলোশিপ নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এছাড়া, গবেষণার আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা প্রযোজ্য যে কোনও নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ট্রাস্টি বোর্ড সরাসরি বা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে যেকোনো সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে।

(২) ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট অফিসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও কোর্স চলাকালীন প্রকাশিত জার্নাল পেশ এবং উপস্থাপন করবে। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র এর একটি কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র-এর কপি ট্রাস্ট কার্যালয়ে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ফেলো ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ ট্রাস্ট/ সরকারকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(৩) ফেলোদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান/বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য ট্রাস্ট বছরে এক বা একাধিকবার যথাযথ সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

১১. ফেলোশিপের ভাতা প্রদান পদ্ধতি:

(১) দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক তাদের আবেদন/লিখিত অনুরোধ (যাচাইকৃত) এবং নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক (৩ মাস অন্তর) ভিত্তিতে বিল দাখিল করবে।

(২) ১ম কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে ট্রাস্ট কর্তৃক দেশে অধ্যয়নরত ফেলো/গবেষককে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ফেলোদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র/চূড়ান্ত অফার লেটার দাখিল সাপেক্ষে ফেলোশিপের ১ম কিস্তির জীবন যাপন

ভাতা/লিভিং এলাউন্স, বিমান ভাড়া (যাওয়া), ভিসা ফি অগ্রিম হিসাবে সংশ্লিষ্ট ফেলোদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(৩) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রেরণ করা হবে।

(৪) জীবন যাপন ভাতা/লিভিং এলাউন্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফি ২য় কিস্তি হতে তত্ত্বাবধায়কের/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অগ্রগতি প্রতিবেদন/প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে।

১২. বিবিধ:

(১) কোন কোর্সের চলমান শিক্ষার্থী বা গবেষক এ ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

(২) (ক) মৃত্যু, অবসর বা চাকুরি পরিবর্তন/পরিত্যাগজনিত কারণে তত্ত্বাবধায়ক/যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক-এর অনুপলব্ধতা/অপ্রাপ্যতা ব্যতীত ফেলোগণের গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক/যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক কোনক্রমেই পরিবর্তন করা যাবে না।

(খ) আবেদনে বর্ণিত যে গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে, তা' পরবর্তীতে কোনক্রমেই পরিবর্তন করা যাবে না।

(৩) ফেলোশিপ প্রাপ্তির পর ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে বা কোন প্রতিবেদন জমা না দিলে বা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ফেলোশিপ বাবদ ট্রাস্ট/সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ট্রাস্ট/সরকারের অনুকূলে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবে মর্মে ৩০০ (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

(৪) বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং নিয়মিত আয় রয়েছে বা পেশায় নিয়োজিত এরূপ সমর্থবান ও উপযুক্ত ২ (দুই) জন গ্যারান্টর (উভয়ের সমান দায়) কর্তৃক নির্বাচিত ফেলোর পক্ষে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে, গ্যারান্টর ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ব্যক্তিগত দায় গণ্যে শর্তহীনভাবে ট্রাস্টকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন এবং এর ব্যত্যয় তাঁর/তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানী কার্যধারা গ্রহণে তাঁর/তাঁদের কোনরূপ ওজর-আপত্তি থাকবে না। প্রসঙ্গত, গ্যারান্টরদের যথেষ্ট ও নিয়মিত আয় রয়েছে, এর সপক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আয়ের প্রমাণক স্ট্যাম্পের সাথে জমা দিতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাংকিং চ্যানেলে সরাসরি আর্থিক যোগাযোগ রয়েছে, শুধু এরূপ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(৬) বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীগণ সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশন/দূতাবাসে নিজেদের নাম, স্থানীয় ঠিকানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাদি অবহিত করবে।

(৭) দেশে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত ফেলোগণের ফেলোশিপের অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

(৮) যে সেশনে ভর্তির জন্য ফেলো নির্বাচন করা হবে সে সেশনে ভর্তি না হলে ট্রাস্টকে অবহিত করতে হবে, অন্যথায় উক্ত ফেলোর নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে। ট্রাস্টের অনুমোদনক্রমে অব্যবহিত পরের সেশনেও ভর্তি হতে না পারলে ফেলোর নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে।

(৯) ফেলো তার নিজ ব্যর্থতায় অফার লেটার অনুযায়ী নির্ধারিত সেশনে যোগদানের জন্য অপারগ হলে এবং পরিবর্তিত সেশনে ভর্তি হলে যদি টিউশন ফি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে বর্ধিত ফি ফেলো কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে অফার লেটারে

উল্লেখ না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোনও যৌক্তিক কারণে টিউশন ফি বৃদ্ধি করে তবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলোচনা ও যাচাইসাপেক্ষে ট্রাস্ট কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হবে।

(১০) ফেলোর ব্যর্থতায় অফার লেটারে উল্লিখিত কোনও প্রকার টিউশন ফি হ্রাস/ওয়েইভার হতে বঞ্চিত হলে তা ফেলো কর্তৃক পরিশোধযোগ্য/ সমন্বয়যোগ্য হবে।

(১১) (ক) কোনও ফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে টিউশন ফি সম্পূর্ণ বা আংশিক ওয়েইভার পেলে তা' ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় টিউশন ফি'র সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে।

(খ) দেশ/এলাকা/বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম জীবন যাপন ভাতা, ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত জীবন যাপন ভাতার অতিরিক্ত হলে তা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ট্রাস্টকে অবহিত করতে হবে এবং ট্রাস্ট তার প্রদত্ত জীবন যাপন ভাতার অতিরিক্ত অংশ প্রদান বিবেচনাযোগ্য মনে না করলে/প্রদানে সম্মত না হলে তা' সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/প্রযোজ্য কোন স্পন্সর কর্তৃক অতিরিক্ত বৃত্তি হিসেবে প্রদান/গ্রহণ করা যাবে। তবে সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এক্ষেত্রে ন্যূনতম জীবন যাপন ভাতার অতিরিক্ত অংশ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত জীবন যাপন ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে।

(গ) জীবন যাপন ভাতার বিষয়ে কোন সংশয়ের উদ্ভব হলে ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশনা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১২) ফেলোশিপ গ্রহণকারী কোন ফেলো অধ্যয়নকালীন সময়ে কোন দেশে নিজে বা স্পাউসের মাধ্যমে PR (Permanent Residency) বা নাগরিকত্বের আবেদন করতে অথবা PR (Permanent Residency) বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। এরূপ কেউ করলে তার ফেলোশিপ বাতিল হবে এবং সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে হবে।

(১৩) চূড়ান্ত নির্বাচনের পর দেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

(১৪) ফেলোদের প্রকাশিত সকল থিসিস পেপার এবং জার্নালে Acknowledgement পেইজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

(১৫) ফেলোশিপ প্রাপ্তির পর সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে পূর্ণকালীন শিক্ষা ছুটির অফিস আদেশ ট্রাস্ট অফিসে দাখিল করতে হবে। শিক্ষা ছুটি ব্যতীত কোন ফেলো, ফেলোশিপ ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

(১৬) কোর্স সমাপ্তির পর থিসিস/সার্টিফিকেট ট্রাস্ট অফিসে এসে সশরীরে এসে জমা প্রদান করতে হবে।

(১৭) কোর্স সম্পন্ন ও থিসিস জমাসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর ট্রাস্ট থেকে একটি এনওসি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবিদের ক্ষেত্রে চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।

(১৮) দেশে ও বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের ৪ (চার) বছর মেয়াদী পিএইচডি কোর্স এবং ২ (দুই) বছর মেয়াদী এমএস কোর্স সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে যথাযথ কারণ দর্শানোপূর্বক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশসহ আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যেতে পারে। বর্ধিত সময়ের জন্য কোন ফেলোশিপ ভাতা প্রদান করা হবে না।

(১৯) বিদেশে পিএইচডি কোর্স সম্পন্নকারী সকল ফেলোগণ তাদের কোর্স সমাপ্তের পর নূন্যতম ৫ (পাঁচ) বছর দেশে অবস্থান করবে এবং বিদেশে এমএস বা সমমানের কোর্স সম্পন্নকারী সকল ফেলোগণ তাদের কোর্স সমাপ্তের পর নূন্যতম ৩ (তিন) বছর দেশে অবস্থান করবে। এর ব্যত্যয়ে ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ব্যক্তিগত দায় গণ্যে শর্তহীনভাবে ট্রাস্টকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে। এরূপ ব্যত্যয় সরকার/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'অসদাচরণ' গণ্যে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত অর্থ ফেরতে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব স্বীকারপত্র আবেদনের সময় প্রদান করতে হবে।

(২০) কোনও ফেলোর সাথে যোগাযোগ করা না গেলে বা সুপারভাইজার এর নিকট হতে ফেলোর বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া না গেলে বা ফেলোর বক্তব্য সন্তোষজনক নাহলে তার ফেলোশিপ বাতিল করে অর্থ আদায়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২১) সংগত/বিধিবদ্ধ কোন কারণে ফেলোশিপ বাতিল করা হলে, বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে এক বারের জন্য সিদ্ধান্ত পুণঃবিবেচনার আবেদন গৃহীত হবে। পুনঃবিবেচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনরায় আপিল/পুনঃবিবেচনার যোগ্য হবে না।

(২২) নীতিমালায় বিবৃত হয়নি এরূপ বিষয় বা ট্রাস্টের বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন এরূপ বিষয়ে ট্রাস্টের বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পূর্বে ফেলো কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে তাকে বহন করতে হবে। আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের কোনরূপ সুযোগ নেই।

(২৩) আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই কিন্তু নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এরূপ বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক বিবেচনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে সিনিয়র সচিব/সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষ্পন্নযোগ্য হবে।

(২৪) কোন প্রার্থী/নির্বাচিত ফেলোর আবেদনে মিথ্যা তথ্য বা যে কোন ধরণের জালিয়াতি, ফেলো নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে বা পরে উদঘাটিত হলে আবেদন/ফেলোশিপ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২৫) এই নীতিমালা ট্রাস্টের সকল ফেলোদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ট্রাস্ট কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতিরেকেই যে কোন সময় এই নীতিমালার যে কোন অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন এর ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১২/১১/২০২৫

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা